প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাল্য বিবাহ বাস্তবতায়
জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

আর্ন্তজাতিক এইড্স কনফারেন্স ২০১৮

AIDS 2018
22nd INTERNATIONAL AIDS CONFERENCE
AMSTERDAM, NETHERLANDS
23-27 JULY 2018
BREAKING BARRIERS • BUILDING BRIDGES

পিএসটিসি
কমিউনিটি প্যারামেডিক
ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট

ভর্তি চলছে

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

ভর্তির সময় সূচি:

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)

১ম সেমিস্টার		২য় সেমিস্টার		৩য় সেমিস্টার		৪র্থ সেমিস্টার	
ভর্তি ফি:	১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬X২০০০)	১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১X৪০০০)	৪০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	সর্বমোট	১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি:	১০,০০০/-
সর্বমোট	২৬,০০০/-					সর্বমোট	২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)

pstc
working for population & development

পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

সম্পাদক
ড. নূর মোহাম্মদ

প্রকাশনা সহযোগী
সাবা তিনি

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২
বাল্য বিবাহ বাস্তবতায়
জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

পৃষ্ঠা ৫
আন্তর্জাতিক এইডস
কনফারেন্স ২০১৮

পৃষ্ঠা ১১
পিএসটিসি'র উদ্যোগে পালিত হল
জাতীয় শোক দিবস

পৃষ্ঠা ১৩
২২তম আন্তর্জাতিক এইডস
কনফারেন্সে সংযোগ

পৃষ্ঠা ১৫
বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপিত

পৃষ্ঠা ১৬
ইয়ুথ কর্ণার

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের কারণে কন্যা শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের হার বেড়েছে। কিন্তু বৈষম্য দূর হয়েছে কি? দারিদ্রতা, লিঙ্গ বৈষম্য, বাল্য বিবাহের কারণে এখনো অনেক কন্যারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যেতে পারছে না। কন্যা শিশুদের ঝরে পড়ার হারও তুলনামূলক বেশি। ছেলেদের তুলনায় তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হার এবং ভালো ফলাফলের পরিমাণ কম। আত্মবিশ্বাস, দক্ষতার উন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের দিক থেকেও তারা অনেক পিছিয়ে।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪৫ শতাংশ শিশু ১৮ বছরের নিচে অবস্থান করে যার ৪৮ শতাংশ হল মেয়ে শিশু। জন্মের পর থেকেই বাংলাদেশের মেয়ে শিশুরা ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয়, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় কবি পাওনি মাথুরের কবিতার একটি লাইন উল্লেখ করতেই হয়- 'She was the keeper of the house, but the house was not her keeper.'। অন্যান্য বৈষম্যের পাশাপাশি কন্যা শিশুদের শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণ পরিবহন, রাস্তাঘাট এমনকি নিজের পরিবার কোথাও তাদের জন্য নেই নিরাপদ পরিবেশ।

বর্তমান সময়ে কন্যা শিশুদের প্রতি যৌন হয়রানি বন্ধ বা নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একটি গণ সচেতনতা। সে লক্ষ্যেই প্রতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর জাতীয়ভাবে পালন করা হয় কন্যাশিশু দিবস। শুধু দিবস পালন নয় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কন্যাশিশুদের প্রতি বিদ্যমান সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও আনতে হবে আমূল পরিবর্তন। সবাইকে বাংলাদেশীদের বোঝাতে হবে কন্যাশিশু শুধু একজন ভবিষ্যত মা ই নয় সেও দেশের জন্য মূল্যবান সম্পদ।

ক্যান্সারের মতই আরেক নীরব ঘাতকের নাম এইড্স। ২০১৭ সালের হিসাবে বিশ্বব্যাপী এইড্স আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ১.৮ মিলিয়ন। পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলগুলোর মধ্যে এইড্স মহামারি আকার ধারণ করে। এখনো সারা বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ এইডসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে তরুণেরা এইডস এর প্রবল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এইড্স এর সবচেয়ে বড় সম্মেলন হল আর্ন্তজাতিক এইড্স কনফারেন্স। সম্প্রতি নেদাল্যান্ডসের আমস্টার্ডাম শহরে হয়ে গেলো ২২তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন। ২৩-২৭ জুলাই ২০১৮ তে অনুষ্ঠিত এবারের এইড্স কনফারেন্সের মূল লক্ষ্য ছিল - এইচ আইভি সম্পর্কে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী- যারা এইচ আইভি আক্রান্ত, উদ্বাস্তু, সমকামি, যারা নিষিদ্ধ এলাকায় থাকে, ড্রাগ আসক্ত, যৌনকর্মী, তৃতীয় লিঙ্গ, নারী, শিশু এবং তরুণদেরকে সচেতন করা এবং এই মরণব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা।

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এইড্স এর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ২০১৭ সালের হিসাবে বাংলাদেশে এইড্স আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮৬৫ জন। তবে সরকারি বেসরকারি নানা ধরনের উদ্যোগের কারণে ঝুঁকির হার অনেকটাই কমে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত রোহিঙ্গাদের মধ্যে এইড্স সনাক্ত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ আবারো এইড্স ঝুঁকির মধ্যে পড়তে যাচ্ছে কিনা তা নিয়ে সরকার অনেকটাই চিন্তিত। আমস্টার্ডামে হয়ে যাওয়া এ সম্মেলনে অনেক বাংলাদেশী পেশাজীবি যোগদান করে। পিএসটিসি তাদের অভিজ্ঞতা ও কাজ নিয়ে একটি পেপার এ সম্মেলনে উপস্থাপন করে। যা দেশী বিদেশী সবার আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠে। দেশ জাতী সংগঠন এবং ব্যক্তি বিশেষ সবাই যার যার অবস্থানে থেকে উদ্যোগী হয়ে এই এইডস নামক ভয়বহ ঘাতককে রুখে দিতে। এটাই ছিল এই সম্মেলনের আর্শীবাদ। আমরাও আশাবদী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ ঘাতকে রুখে দেয়া সম্ভব।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ
প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org
এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

বাল্য বিবাহ বাস্তবতায় জাতীয় কন্যা শিশু দিবস

মাসুমা বিল্লাহ

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস। এই দিবসকে ঘিরে উদযাপন আয়োজনে শিশুটির বালিকা বেলায় বিবাহের বিষয়টি আলোচিত হওয়া উচিৎ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় বাল্য বিবাহ। নিঃসন্দেহে অনেক আলোচিত সমালোচিত একটা প্রেক্ষিত। বলা বাহুল্য, জাতীয় পর্যায়ে অনেক দিন থেকেই আমরা এই আলোচনাকে এগিয়ে নিচ্ছি, তবে অগ্রগতি অনেকটা স্থবির! বাংলাদেশ যেখানে অন্যান্য সকল সামাজিক উন্নয়ন সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন কেবল বাল্য বিবাহ কেন অভিশাপের মত চেপে আছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তা গুরুত্বের সাথে ভেবে না দেখলে অন্যান্য উন্নয়ন সূচকও বোধ করি মুখ থুবড়ে পড়বে।

কেন এই বাল্য বিবাহ?

কেন পরিবার শিশু বয়স পার হওয়ার আগেই তার আদরের কন্যা শিশুটিকে অন্যের বাড়ি পাঠানোর আইনি ব্যবস্থা নেয়? এসব প্রশ্ন এখন গবেষণার প্রশ্ন, এসব প্রশ্ন এখন সরকারী নীতি নির্ধারকদের মাথা ব্যথার কারণ।

গবেষণা থেকে লব্ধ তথ্য অনুযায়ী বাল্য বিবাহ এবং নারীর সামাজিক - অর্থনৈতিক উন্নয়ন একসাথে সম্ভব নয়। গবেষণা আরও দাবি করে যে, বাল্য বিবাহ নারীর যৌন স্বাস্থ্যকে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিতে ফেলে। বলা বাহুল্য, বাল্য বিবাহের শিকার সাধারণত: কন্যা শিশু। একটু পরিসংখ্যান দেই, বাংলাদেশের ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী ৫৯% নারী তাদের ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ২৫% কন্যা শিশু (নারী) সন্তানের মা হয়েছে।

শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে হবে কন্যা শিশুকে। সরকার এগিয়ে এসেছে, মেয়ে শিশুর লেখাপড়ার খরচ এখন সরকারের। দেখা গেছে যে সকল মা শিক্ষিত, তারা কিছুটা দেরিতে মেয়ে শিশুকে বিয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও একটা বাধা থেকে গেছে, সাফল্য এখনও আশানুরূপ না। গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, দারিদ্র একটা বড় কারণ, দরিদ্র বাবা মা মেয়ে কে

টানতে চায় না। এখানেও হিসাব মিলে না... সামগ্রিক দারিদ্র যেখানে কমেছে, মানুষ এখন আয়ে এবং ব্যয়ে এগিয়েছে পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায়, কিন্তু বাল্য বিবাহ সে গতিতে কমছে না। ধর্ম বলছে উপযুক্ত কন্যা সন্তানকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করতে, এই উপযুক্ত শব্দটিকে খন্ডিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

অনেক আলোচনায়, গবেষণায়, ইনফরমাল কথা বার্তায় যে কথাটি বাল্য বিবাহের অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে বার বার উঠে এসেছে তা হলো কন্যা শিশুর নিরাপত্তা। কন্যা শিশুর নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র বদ্ধ পরিকর, পরিবার তো চেষ্টা করেই যায় তার শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সমাজ এক্ষেত্রে কেন বার বার ব্যর্থ সেটা অনেক সতর্কতার সাথে খতিয়ে দেখতে না পারলে বাল্য বিবাহের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি নেই। সমাজ এখানে কাঠগড়ায়, ক্ষত সারতে সমাজবিদগন যদি এগিয়ে না আসেন তবে সমাজে মহামারি লাগবে। এই মহামারি আঘাত করবে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে, স্বাস্থ্য শিক্ষা, অর্থনীতি, জীবিকা সব কিছু প্রাণহীন হয়ে পড়বে।

বাংলাদেশে নারীর বিবাহের বয়স আইনত ১৮ বছর। এখন থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে প্রণীত একটি আইনের ধারাবাহিকতায় এটা নির্ধারিত। তবে কেন আইন না মেনে এত এত বাল্য বিবাহ হয়েই চলছে? আইন কি এখানে নীরব? ৮০ বছরের পুরোনো সেই আইনের মাঝেও ফাঁক ফোঁকর তৈরী হয়েছে, রাষ্ট্র যেহেতু এখনও পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন কে সার্বজনীন করতে পারে নাই, এই সুযোগে কন্যা শিশুর বয়সের কমবেশি করে আইনের চোখে ধূলা দেয়া খুব সহজ বৈকি। দেশ এগিয়েছে, অর্থনীতি আগুয়ান, জীবন যাত্রার মানে এসেছে অনেক উন্নতি, প্রধানমন্ত্রী বলছেন বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে, আর এই মহাসড়কের আগুয়ান যাত্রী কিন্তু নারী-ই। নারীকে নিয়ে ভাবনার জায়গায় আরও অনেক বেশী আগুয়ান হওয়া এখন সময়ের দাবি। নারীর জন্য সমাজে কোন স্থান নির্ধারিত, সে শিক্ষার শুরু হতে কোথায়? সে স্থান নির্ধারণের কাজ শুরু হবে পরিবার থেকেই। আপনার কন্যা শিশুটিকে যেমন শিখাতে হবে আত্ম মর্যাদাবোধ তেমনি পুত্র শিশুটিও যেন পায় নারীকে সম্মান করার সঠিক শিক্ষা ।নিরাপদ সমাজ, নির্ভয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা, আপন সৌরভে বেড়ে উঠার স্বাধীনতা, স্বপ্ন দেখতে পারার অপার একাগ্রতা যদি নিশ্চিত করা যায় প্রতিটি কন্যা শিশুর জন্য, তবেই দেখুন না ওরা আপনার, আপনার পরিবার, আপনার দেশের জন্য কন্যা শিশুটি কি দারুন সময়কে এনে দেয়।

এদের সুযোগ দিন... অন্যথায় 'এখন সময় বাংলাদেশের' এই স্বপ্ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে নিমিষেই। আসুন দেখে

প্রচ্ছদ

নেই বিগত বছরগুলোতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবসগুলোর প্রতিপাদ্য কি ছিলো ...

- ২০০৯ - বাড়বে কন্যা নিরাপদে আনন্দ ঘন পরিবেশে;
- ২০১১ - বিজ্ঞান শিক্ষা, তথ্য প্রযুক্তি, নিশ্চিত করবে কন্যা শিশুর অগ্রগতি;
- ২০১২ - কন্যা শিশুর অগ্রগতি: বাংলাদেশের সমৃদ্ধি;
- ২০১৩ - কন্যা মানেই বোঝা নয়, করবে তারা বিশ্ব জয়;
- ২০১৪ - শিক্ষা-পুষ্টি নিশ্চিত করি, শিশু বিয়ে বন্ধ করি;
- ২০১৫ - কন্যা শিশুর নিরাপদ পরিবেশ, সমৃদ্ধ করবে আগামীর বাংলাদেশ;
- ২০১৬ - শিশুকন্যার বিয়ে বন্ধ করি, সমৃদ্ধ দেশ গড়ি;
- ২০১৭ - কন্যাশিশুর জাগরণ আনবে দেশে উন্নয়ন;
- ২০১৮- 'একটি কন্যা ফুলের মত, সে কাঁটা নয়...।

এটি উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর 'জাতীয় কন্যা শিশু দিবস' পালন করে। অন্যদিকে জাতিসংঘ ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক কন্যাদিবস পালন করে থাকে। এ ধরনের দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো মেয়ে শিশুদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা ও জেন্ডার অসমতা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করা। এই অসমতার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, পুষ্টি, অধিকার, স্বাস্থ্য সেবা, প্রতিরোধ, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং বাল্য বিবাহ। আর এ কারণেই এ বিশেষ দিবস পালিত করে কন্যা শিশুদেরকে সুযোগ্য সম্পদ হিসেবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করতে হবে।

লেখক:
পপুলেশন কাউন্সিলে কর্মরত একজন কর্মকর্তা।
তাঁর সাথে mbillah@popcouncil.org এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক এইড্‌স কনফারেন্স ২০১৮

ডা. মো. মাহবুবুল আলম
ড. নূর মোহাম্মদ

২৩ জুলাই- ২৭ জুলাই ২০১৮ নেদারল্যান্ডস এর আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২২ তম আন্তর্জাতিক এইড্‌স কনফারেন্স। এটা ছিল বিশ্বব্যাপী এইড্‌স সচেতনতার এক ঐতিহাসিক সপ্তাহ। পৃথিবীকে এইড্‌স মুক্ত করার এক মাইলফলক নির্মাণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর ১৬০ টিরও বেশি দেশ থেকে ১৬০০০ এর অধিক গবেষক, আইনজীবী, নীতিনির্ধারক, দাতাসংস্থা এবং কমিউনিটি লিডাররা একত্রিত হয়েছিলেন নেদারল্যান্ডস এর রাজধানী আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ২২ তমআন্তর্জাতিক এইড্‌স কনফারেন্সে।

আন্তর্জাতিক এইড্‌স কনফারেন্সের পটভূমি

পৃথিবীতে এইচআইভি এবং এইডস এর সবচেয়ে বড় সম্মেলন হল আন্তর্জাতিক এইড্‌স কনফারেন্স। ১৯৮৫ সালে এইড্‌স যখন মহামারি আকার ধারণ করে তখন প্রথমবারের মত এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তারপর থেকে নিয়মিত এটি বিজ্ঞান, মানবাধিকার এবং আইনের একটি অনন্য ফোরাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আন্তর্জাতিক এইড্স সোসাইটি (আইএএস) প্রতি দুইবছর পর পর পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দুইটি এইচআইভি কনফারেন্সের (আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্স এবং আইএস কনফারেন্স অন এইচআইভিসাইন্স) আয়োজন করে।

আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্স প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে ইউএসএ, আটলান্টা ও জর্জিয়াতে এবং ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কনফারেন্সটি দ্বি-বার্ষিক হওয়ার

নিচে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্সের স্থান ও মূল প্রতিপাদ্যের একটি তালিকা দেয়া হল:

আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্স

নাম্বার	বছর	স্থান	প্রতিপাদ্য
১	১৯৮৫	আটলান্টা, ইউএসএ	ছিল না
২	১৯৮৬	প্যারিস, ফ্রান্স	ছিল না
৩	১৯৮৭	ওয়াশিংটনডিসি, ইউএসএ	ছিল না
৪	১৯৮৮	স্টকহোম, সুইডেন	ছিল না
৫	১৯৮৯	মন্ট্রিল, কানাডা	এইড্সের সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ
৬	১৯৯০	সানফ্রান্সিসকো, ইইএসএ	'৯০ শতক এর এইড্স: বিজ্ঞাণ থেকে প্রযুক্তি
৭	১৯৯১	ফ্লোরেন্স, ইতালি	বিজ্ঞাণের চ্যালেঞ্জ এইড্স
৮	১৯৯২	আমস্টার্ডাম, নেদারল্যান্ডস	এইড্স এর বিরুদ্ধে সংগঠিত একটি বিশ্ব
৯	১৯৯৩	বার্লিন, জার্মানি	ছিল না
১০	১৯৯৪	ইয়োকোহামা, জাপান	এইড্স এর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ: ভবিষ্যতের জন্য একত্রিত
১১	১৯৯৬	ভ্যানকুভার, কানাডা	একটি পৃথিবী একটি আশা
১২	১৯৯৮	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড	দূরত্ব সরিয়ে দাও
১৩	২০০০	ডারবান, সাউথ আফ্রিকা	নীরবতা ভাঙো
১৪	২০০২	বার্সেলোনা, স্পেন	কাজের জন্য জ্ঞান এবং প্রতিশ্রুতি
১৫	২০০৪	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	সবার জন্য অভিগমন
১৬	২০০৬	টরেন্টো, কানাডা	সময় এখন পরিত্রাণের
১৭	২০০৮	মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো	সময়এখন বৈশ্বিক পদক্ষেপের
১৮	২০১০	ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া	এখন এখানেই বাস্তবতা
১৯	২০১২	ওয়াশিংটন ডিসি ইউএসএ	একসাথে ঘুরিয়ে দেই জোয়ার
২০	২০১৪	মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া	চলুন গতি বাড়াই
২১	২০১৬	ডারবান, সাউথ আফ্রিকা	সমতার সময় এখনই
২২	২০১৮	আমস্টার্ডাম, নেদারল্যান্ডস	প্রতিবন্ধকতা দূর কর, সেতুবন্ধন তৈরি কর
২৩	২০২০	সানফ্রান্সিসকো এবং ওকল্যান্ড, ইউএসএ	এখনও ঠিক করা হয় নি

উৎস: আমস্টার্ডামের ২২ তম আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্স (এইড্স ২০১৮)

পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ ২২ তম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২৩-২৭ জুলাই ২০১৮ নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে।

২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্সের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "ব্রেকিং দ্য ব্যারিয়ারস, বিল্ডিং দ্য ব্রীজ" অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা দূর করে সেতুবন্ধন তৈরি কর। এর মাধ্যমে তারা অধিকারভিত্তিক বিষয়গুলোর উপর আরো জোর দিচ্ছে যাতে মূল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো আরো সহজ হয়। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ, মধ্য এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা/ পূর্ব মধ্য অঞ্চল যেখানে মহামারি আরো দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

২০১৮ সালের এইড্স সম্মেলনের মূল লক্ষ্য মানবাধিকার ভিত্তিক কাজগুলোর উন্নয়ন এবং এইচ আইভি সম্পর্কে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী- যারা এইচআইভি আক্রান্ত, উদ্বাস্তু, সমকামি, ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বসবার করে এমন জনগোষ্ঠি, ড্রাগ আসক্ত, যৌনকর্মী, তৃতীয় লিঙ্গ, নারী, শিশু এবং তরুণ সচেতন করা এবং এই মরণ ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা।

২০১৮ সালের ২২ তম আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্সের অংশ গ্রহণকারীরা ছিল বিভিন্ন দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ পেশা থেকে আগত। এই ঐতিহাসিক সপ্তাহব্যাপী (২৩ জুলাই- ২৭ জুলাই, ২০১৮) অনেকগুলো স্যাটেলাইট সেশন, প্রাক- কনফারেন্স প্রোগ্রাম, প্রদর্শনী, অনুষ্ঠান, কমিউনিটি মিটিং এর সাথে ১০০ এর অধিক দেশ থেকে প্রায় ৩০০০ এর মত প্রবন্ধ উস্থাপন করা হয়।

এইড্স ২০১৮ এর মূল আলোচ্য তরুণেরা কোথায়? এখানে!

এইড্স ২০১৮ কনফারেন্সে তরুণদের

উপস্থিতি, অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বই প্রমাণ করে যে তারাই এই মহামারীতে সবচেয়ে বিপদে আছে। কনফারেন্সে উপস্থাপিত গবেষণার এক তৃতীয়াংশই তরুণ এবং নবীণ অনুসন্ধানকারীদের তৈরি এবং তাদের কাজ প্রতিটি কনফারেন্সেই মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে।

২০১৮ সালের এইড্স সম্মেলন এক বৈশ্বিক গ্রামে রূপ নিয়েছিলো যেখানে যেখানে অন্য কোন আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্সের তুলনায় এবার তরুণরা অনেক বেশি সুযোগ

পেয়েছে। এইড্স কনফারেন্স সারা বিশ্বব্যাপী তরুণদের মধ্যে যোগাযোগ, সহযোগিতা ও নিজেদের অর্জনকে তুলে ধরার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তরুণ কেন্দ্রীক অনেকগুলো প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে যার সামনে এবং কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তরুণ ও তরুণদের অভিজ্ঞতা। এই সেশন গুলোর নাম দেয়া হয়েছিল "ইয়ুথ কোয়াক" (youth quake) যেখানে এইচআইভির প্রতিরোধ, চিকিৎসা, তরুণদের অংশগ্রহণের বাঁধা দূর করতে নতুন সব উদ্ভাবনী কৌশল এবং কৌশল গুলো সবার নিকট পৌঁছে দেয়া যাতে এইচ আইভির জন্য একটি তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো যায়।

প্রতিরোধ, প্রতিরোধ, প্রতিরোধ

কথায় বলে, এক আউন্স প্রতিরোধের সমান এক পাউন্ড প্রতিকার এবং ২০১৮ সালের এইড্স কনফারেন্সে এই কথাটাই বক্তাদের কণ্ঠে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক কনফারেন্স এর প্রারম্ভিক বিষয় ছিল প্রতিরোধ বিপ্লব এবং এরকম অনেক

সেশন হয়েছে যেখানে শুধুমাত্র মৌলিক এবং রোগ সম্বন্ধীয় গবেষণাই নয় একই সাথে কোন বস্তুর প্রতি বাস্তব জগতের প্রভাব এবং চর্চার দিকটিও দেখা হয়। এর মধ্যে ছিল গবেষণার উপর ভিত্তি করে চাহিদা সাপেক্ষে প্রাক প্রভাব (পিআরইপি) সম্পর্কিত উপাত্ত, আইফ্যাক্ট গবেষণা থেকে প্রাপ্ত পিআরইপি এবং ফ্যামিনাইজিং হরমোন থেরাপির মধ্যকার মিথষ্ক্রিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তির উপর গবেষণা।

এ্যাপ্রোচ ভ্যাক্সিন ট্রায়াল এবং পার্টনার-২ গবেষণা প্রতিরোধ বিষয়ক ইস্যুকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। এমএসএম দম্পতিদের মধ্যে এইচআইভি নিয়ে যে সমাধান নির্দেশিত হয়েছে তা হলো ইউ = ইউ। (অনির্ণীত = অসংক্রমক)। একই সাথে ২০১৭ সালে নতুন এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ১.৮ মিলিয়ন, ২০১৮ এর এইডস কনফারেন্সে একটি বিষয়ে সবাই একমত যে এইড্স নির্মুল ব্যবস্থার মাত্রা এতটাই ধীর গতিতে আগাচ্ছে যে ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ বিলম্বিত হবে, এই মহামারিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে আমাদের অবশ্যই খুব দ্রুত এগুতে হবে।

পূর্ব দিকে লক্ষ্য করুন এবং কাজ করুন

এইচআইভি রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ইউএনএইডস ৯০-৯০-৯০ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য এইডস ২০১৮ এর আয়োজক দেশটি এইডস বিষয়ে তাদের সচেতনতা আরো বৃদ্ধি করেছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেখা

গেছে এইড্স কনফারেন্সের সদর দফতরে এক দিনেই পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া এবং ইইসিএর অঞ্চলগুলোতে এইড্স সংক্রমণের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। একাধিক ব্যক্তির শরীরে একই সূচের ব্যবহার এবং বৈষম্য এসব অঞ্চলে এইডস সংক্রমণের মূল কারণ, এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ লোক ড্রাগে আসক্ত। এইডস ২০১৮ আঞ্চলিক গবেষক এবং বক্তাদের জন্য ছিল হাই প্রোফাইল প্ল্যাটফর্ম যেখানে তারা এইচআইভি প্রতিরোধে নতুন কৌশলের উদ্ভাবন ও এর প্রয়োগ, ক্ষতি হ্রাস, ড্রাগ পলিসি এবং মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন। ইইসিএ অঞ্চলে এইচআইভির দৌরাত্ম্য উদ্বেগের বিষয় পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য অংশে যেখানে এইচআইভির প্রকাশ, ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে আইনত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং যেসব অংশে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই সেখানেও এইচআইভি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এইড্স সোসাইটি পত্রিকায় এই সপ্তাহে ২০ জন নেতৃত্বস্থানীয় এইচআইভি বিজ্ঞানী এবং একজন সম্পাদক কর্তৃক একটি সমন্বিত বিশেষজ্ঞ বিবৃতি প্রকাশ করেছে যেখানে পদ্ধতিগতভাবে ও বৈজ্ঞানিকভাবে এইচআইভি প্রতিরোধের জন্য বিশেষজ্ঞরা নতুন পদ্ধতির কথা বলেছেন।

টাকা, টাকা, টাকা

এইড্স প্রকল্পে টাকা পয়সা খুব প্রয়োজনীয়, এইড্স ২০১৮ তে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত প্রকাশিত হয়েছে যেখানে এইড্স প্রকল্পে

প্রয়োজনীয় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি রয়েছে, বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় এই অর্থ এখনই নিশ্চিত করতে হবে।

বেশ কিছু বছর অর্থ সংস্থান করার পর ২০১৭ সালে এসে বড় বড় দাতা সংস্থার প্রায় অর্ধেক এইড্স প্রকল্প থেকে তাদের অর্থ সংস্থান কমিয়ে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাদের কাছ থেকে নতুন কোন আশার বাণীও শোনা যাচ্ছে না। এইড্সের চিকিৎসাব্যবস্থায় ২০২০ সাল নাগাদ ইউএনএইডস-র যে লক্ষ্য তার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য পূরণ হতে আর খুব বেশি বাকি নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যেখানে এইচআইভি প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ খরচ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে সেখানে দাতা সংস্থাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ আন্তর্জাতিক ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত নয়।

এখনো প্রতিবছর সারা বিশ্বে ১ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এইড্সের কারণে, বক্তারা সতর্ক করেছেন যদি খুব শীঘ্রই এই অর্থ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব না হয়, এইচআইভির সংক্রমণ ও এর কারণে মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যাবে।

এটা শুধুই এইচআইভি নয়

এইড্স ২০১৮, এইচআইভি দ্বারা ব্যক্তিদের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দিকটির উপর আলোকপাত করেছে- এই প্রজন্ম এখন এইচআইভি বিষয়ক প্রাক সম্মেলন এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি ও যক্ষার চিকিৎসা ও পরিচর্যার কাজটি সমন্বিতভাবে করার কথা বলেছে, যেখানে এইচআইভি হল ১ নম্বর ঘাতক ব্যাধি। সম্মেলন চলাকালীন এইচআইভি, যৌন সংক্রমণ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হেপাটাইটিস নির্ণয় ও এর চিকিৎসার উপর একটি সমন্বিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত বিষয়েও দেখা গেছে যে আলাদা আলাদা চিকিৎসার চেয়ে এই সমন্বিত পদ্ধতি অনেক বেশি কার্যকরী, উপযোগী ও সাশ্রয়ী।

সম্মেলনের সূচনা পর্বে ডব্লিউএইচও এর

মহাপরিচালক টেড্রস গিব্রেইসাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "আমরা সত্যিই একটি শিশুকে সুরক্ষা দিতে পারব না যদি আমরা তাকে আগে হামের টিকা না দিয়ে এইচআইভির চিকিৎসা দিই। আমরা সত্যিই একজন সমকামিকে সহযোগিতা করতে পারব না যদি তা বিষণ্নতার সময়

তার পাশে না থেকে তাকে সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক দিই। আমরা একজন যৌনকর্মীকেও সত্যিকার অর্থে সাহায্য করতে পারব না যদি না আমরা তাকে ক্যান্সারের ব্যবস্থাপত্র না দিয়ে এটিআই এর ব্যবস্থাপত্র দিই। সার্বজনীন স্বাস্থ্যের অর্থই হল সব মানুষের জন্য সর্ববস্থায় সবরকম ব্যাধির সেবা নিশ্চিত করা।"

উপসংহার

প্রতিটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন নীতি ও ব্যবস্থাগুলোকে আরো শক্তিশালী করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যাতে মহামারির ব্যাপারে সচেতনার বিষয়ে আরো নিশ্চিত হওয়া যায়। এইডসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিককে আরো প্রবল করতে কনফারেন্সটি একটি ফোকাল পয়েন্টের ভূমিকা পালন করে।

২২তম আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন এইচআইভি বিষয়ে আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের সফলতার সাথে একত্রিত করতে পেরেছিল, গবেষণা থেকে প্রাপ্ত নতুন ফলাফল উপস্থাপন করেছিল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশ্বের বিজ্ঞানী ও কমিউনিটি সহযোগীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে পেরেছিল।

২০১৮ সালের এইড্সের মূল লক্ষ্য মানবাধিকার ভিত্তিক কাজগুলোর উন্নয়ন এবং এইচ আইভি সম্পর্কে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী- যারা এইচ আইভি আক্রান্ত, উদ্বাস্তু, সমকামি, ঘণ বসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী, ড্রাগ আসক্ত, যৌনকর্মী, তৃতীয় লিঙ্গ, নারী, শিশু এবং তরুণ সচেতন করাএবং এই মরণব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করা।

এটি এইচআইভি প্রকল্পে একটি সর্বব্যাপী, টেকসই, পযাপ্ত অর্থসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য সরকার, দাতা সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজের মধ্যে একটি রাজনৈতিক মতানৈক্য ও স্বচ্ছতা সৃষ্টি করেছে।

এইডস ২০১৮ এইচআইভি প্রতিরোধে ঘাটতি ও এর মূল ভূমিকার উপর জোর দিয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন অঞ্চলের তরুণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সুস্বাস্থ্য সুরক্ষার উপর।

সামগ্রিকভাবে ২২ তম এইড্স সম্মেলন পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার বর্তমান মহামারি অবস্থা তুলে ধরেছে সেই সাথে বিনিয়োগ, কাঠামোগত ছক ও সেবার দিকে দৃষ্টিপাত করেছে।

লেখকদ্বয়:
পিএসটিসি-র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তাদেরকে mahbubul.a@pstc-bgd.org এবং noor.m@pstc-bgd.org -এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পিএসটিসি'র উদ্যোগে পালিত হল জাতীয় শোক দিবস

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সম্মান জানাতে প্রতি বছর এই দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। পিএসটিসি গত ১৫ আগস্ট ২০১৮ সকাল ১১ টায় আফতাব নগরের কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইন্সিটিটিউট (সিপিটিআই) এর কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিএসটিসির নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ। সভায় বক্তব্য রাখেন পিএসটিসি'র হেড অব প্রোগ্রামস ডা. মাহবুবুল আলম, টিএমটি সদস্য কানিজ গোফরানী কোরায়শী, সিপিটিআই এর শিক্ষার্থী শারমিন ও রুবিনা। অনুষ্ঠানটি

সঞ্চালনা করেন টিএমটি সদস্য শিরোপা কুলসুম। এছাড়া পিএসটিসির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং সিপিটিআই-এর শিক্ষার্থীরাও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। সভায় তাঁর জীবন, রাজনৈতিক আদর্শ, নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের নেপথ্যে তার ভূমিকা, আত্মত্যাগ ও জীবন উৎসর্গের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

সিপিটিআই এর শিক্ষার্থী শারমিন বলেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলী দেখা যায়। তার সেই নেতৃত্বই একদিন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখায় এবং স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।"

সিপিটিআই এর শিক্ষার্থী রুবিনা বলেন, " আমরা পাকিস্তানিদের অত্যাচার, শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক হয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।"

অনুষ্ঠানে কানিজ গোফরানী কোরায়শী নির্মলেন্দু গুণ রচিত- "আজ আমি কারো রক্ত চাইতে আসিনি" কবিতাটি আবৃত্তি করেন। তিনি বলেন,"বাঙালি জাতির ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। বাংলায় বিদেশী দখলদার ও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী তিতুমীর, সূর্যসেন, মৌলানা ভাসানীর উত্তরসুরী হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। শেখ মুজিবকে জানতে হলে বাঙালি জাতির ইতিহাসকে জানতে হবে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জানতে হবে।"

পিএসটিসি'র হেড অব প্রোগ্রামস ডা. মাহবুবুল আলম বলেন," স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির অবিস্মরণীয় মহান নেতা। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাক শুনে প্রতিটি বাঙালি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা এনেছিল। তিনি ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন পিএটিসির প্রতিষ্ঠাতা কমান্ডার (অব:) আব্দুর রউফ। তিনি এদশের দরিদ্র মানুষের জীবন পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতেন। পিএসটিসি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।"

পিএসটিসির নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ বলেন," স্থপতি মানে যিনি একটি বাড়ি কেমন হবে তার ছক বা নকশা তৈরি করেন। বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতার স্থপতি বলা হয় কারণ তিনি বাংলাদেশটি কেমন হবে সেই নকশা তৈরি করেছিলেন। তিনি জাতির জনক কারণ তার বহুমাত্রিক নেতৃত্বের গুণাবলী, আপোষহীন রাজনৈতিক আদর্শ ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্ম হয়। সকলেই নেতা হতে পারে না। কেউ কেউ হয় নেতৃত্বের গুণাবলীর কারণে। বঙ্গবন্ধু এমন একজন মানুষ ছিলেন যাকে দেখলেই নেতা মনে হত। তাঁর উচ্চতা, বজ্র কঠোর কণ্ঠস্বর, মানুষকে আপন করে নেয়ার ক্ষমতা, স্বপ্ন দেখানোর ক্ষমতা, আপোষহীন মনোভাব, আত্মত্যাগ সব গুণাবলী আমাদের আদর্শ। তাঁর বন্ধু ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি।" তিনি সত্যিই হিমালয়ের মতই মহান ও উদার নেতা ছিলেন। ১৯৭৫ সালে অসময়ে আমরা তাঁকে হারিয়েছি।"

পিএসটিসির বিভিন্ন ক্লিনিকে হেলথ সার্ভিস প্রদান এবং বিভিন্ন কার্যালয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শোক দিবস পালন করা হয়।

কানিজ গোফরানী কোরায়শী

২২ তম আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্সে সংযোগ

২৩- ২৭ জুলাই ২০১৮ নেদারল্যান্ডস এর আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২২ তম আন্তর্জাতিক এইড্স কনফারেন্স। এবারের কনফারেন্সের মূল উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দেশের সীমান্তবর্তী মানুষদের মানবাধিকার ও এইড্স এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা।

কনফারেন্সে পিএসটিসির সংযোগ একটি পোস্টার পেপার উপস্থাপন করে। পোস্টারে কক্সবাজারের ঝুঁকিপূর্ণ তরুণ জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশে ক্রমাগত রোহিঙ্গা আগমনের

ফলে যে হুমকির সৃষ্টি হচ্ছে সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

কনফারেন্সটি অনেক আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। তারা উখিয়া ও টেকনাফে বসবাসকারি বাংলাদেশি জনগণ এবং রোহিঙ্গাদের উপর দ্রুত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে নতুন এইচ আইভি ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে।

পিএসটিসির নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ এবং সংযোগ প্রজেক্টের প্রধান ডা. মাহবুবুল আলম কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৮ উদযাপিত

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৮ পালন উপলক্ষে সারা বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশেও আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে উদযাপিত হয়েছে। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ। এই বছরের প্রতিপাদ্যটি ছিলো "মায়ের দুধপান সুস্থ জীবনের বুনিয়াদ"। সারা বিশ্বব্যাপী শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি করার জন্য বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ প্রতি বছর পালিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন যৌথ ভাবে ১ আগস্ট ২০১৮ দুপুর ১২টায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। মো. সিরাজুল হক খান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে মো. জাহিদ মালেক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৯০ সালের আগস্টে সরকারী নীতিমালা WHO, UNICEF এবং অন্যান্য সংস্থার দ্বারা মাতৃদুগ্ধ পানে প্রচার ও সহায়তা করার জন্য নিখুঁত ঘোষণাপত্রে নিবেদিত হয়।

বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশনের অন্যতম অংশীদার হিসেবে পিএসটিসি'ও বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম নেয়।

সাবা তিনি

ইয়ুথ কর্ণার

তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়:সন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নি:সঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নি:সংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যে কোনো ঠিকানায়:
youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. *আমার বিয়ে হয়েছে ৪ বছর হল এবং স্বামী সংসার নিয়ে থাকি। যেহেতু শাশুড়ি থাকে আমার সংসারে ধুপ ধাপ অনেক কমেন্ট ও শুনতে হয় ছোট ছোট ব্যাপারে। এসব ব্যাপার আমাকে মানসিক ভাবে অসুস্থ করে তোলে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?*

উত্তর: তোমার বিবৃত সমস্যাটা যুগ-যুগান্তরের। মা (শ্বাশুড়ি) মনে করেন অনেক দিনের যত্নে গড়া ছেলেটি বিয়ের পর আর তার রইলো না। এক ধরণের নিরাপত্তাহীনতা ও অন্যরকম হিংসা তাকে আক্রান্ত করে, ফলে পুত্রবধূর সবকিছুই যেন একটু বাঁকা হয়ে হয়ে ধরা দেয় তার কাছে। অন্যদিকে, অন্য পরিবার থেকে আগত পুত্রবধূ শ্বাশুড়ী কে 'মা' মনে করতে পারে না। একই কথা যদি মা বলতেন তাহলে এরকম হয়তো লাগতো না- শাশুড়ী বললেই যেন কষ্ট লাগে, গায়ে বিঁধে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা দুই নারীর দৃষ্টি ভঙ্গিগত ব্যাপার। এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে তোমার স্বামী বা শ্বাশুড়ীর ছেলে। মায়ের কাছে তিনি যেমন বউকে সম্মানের সাথে উপস্থাপন করবেন ঠিক একইভাবে বউয়ের কাছে মা কে উপস্থাপনে শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও তাঁর আঁকড়ে ধরার বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে জানতে হবে। একের প্রতি অপরের সম্মানবোধ ভালোবাসা বাড়বে, এবং একমাত্র ভালোবাসাই এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়।

২. *আমি ২০ বছর বয়সী একজন তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার ছোটবেলা থেকে একটি সমস্যা রয়েছে। সেটা হলো সংকোচবোধ। এই সংকোচবোধ আমাকে মানসিকভাবে পেছনে ফেলে দিচ্ছে। বন্ধুদের আড্ডায় গল্পের বিষয় ভুলে যাই। কথা বলতে গেলে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি। কী সব অঘোরে চিন্তায় বসে থাকি প্রায়সময়ই। প্রয়োজনে বা সামাজিকভাবে অনেক মানুষের সঙ্গে মিশি। তবে অনেক সময় এই পুরনো মানুষদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারি না। আবার অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে স্মার্টলি আচরণ করতে পারি। অনেক সময় দেখি এই সমস্যা আমি কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু কিছুদিন পর আবারও এই হীনমন্যতা ফিরে আসে আমার মধ্যে। এই সময়গুলোতে মেজাজ খিটখিটে হয়। এমনিতে আমি ধার্মিক, আধুনিক এবং বাস্তব-চিন্তাবাদী একজন মানুষ। কিন্তু যখন এই বিষয়গুলো আমার মধ্যে দেখি তখন হতাশ হয়ে পড়ি। ভালো ভালো কথা চিন্তা করতে পারি, বলতে গেলে সব কথা গুলিয়ে ফেলি। আমার ছাত্রজীবনে সমস্যাটি প্রকট হয়ে ধরা দিচ্ছে। আমার জন্য কিছু পরামর্শ দিলে খুব উপকৃত হতাম।*

উত্তর: ২০ বছর বয়স একজন তরুণের গড়ে উঠার বয়স। তোমার বিস্তারিত কেস ও প্রশ্ন শুনে এটা মনে হল- তোমার চেষ্টাই তোমাকে এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার সাহস ও শক্তি যোগাবে। তোমার পজিটিভ চিন্তা এ সমস্যা উত্তরণের অন্যতম হাতিয়ার। যা তোমার আছে। তোমার জন্য কয়েকটা পরামর্শ নিচে দেওয়া হল, চেষ্টা করো তুমি অবশ্যই এ অবস্থা কাটিয়ে উঠবে।

- এটা কোন সমস্যা নয় প্রথমে ভাবতে হবে। একসাথে অনেক চিন্তা এসে ভিড় করলে এরকম অনেকেরই হয় এবং হতে পারে। তোমার প্রয়োজন চিন্তাগুলোকে সংগঠিত করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা।
- তুমি এ অবস্থা দৃঢ়তার সাথে কাটাতে পারবে। আর তা করতে গিয়ে মাঝে মধ্যে গুলাতে পারে, এটাও স্বাভাবিক তা ভাবতে হবে। তোমার চেষ্টাই আস্তে আস্তে এ পরিস্থিতি থেকে তোমাকে মুক্ত করবে।
- নতুন মানুষদের সাথে যদি তুমি স্বাভাবিক স্মার্ট আচরণ করতে পারো, তবে পুরোনো মানুষদের সামনেও তুমি পারবে। Be confident! You need only practice.এ ক্ষেত্রে পুরোনো মানুষদের সাথে যদি কোন unsmart আচরণ অতীতে হয়ে থাকে তা ভুলে যাও দেখবে পুনরাবৃত্তি ঘটছেনা।
- অতিরিক্ত চিন্তা বাদ দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজকর্ম যেমন- খেলাধুলা, গান-বাজনা, ঘুরে-বেড়ানো [যেটা ভালো লাগে, যা করার জন্য পরিস্থিতি আছে] ইত্যাদি করো আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

৩. *আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর করছি। দ্বিতীয় বর্ষে পড়ুয়া অবস্থায় একটি মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে উঠে। একসময় আমাদের সম্পর্ক হয়ে উঠে বন্ধুর চেয়েও বেশি। কিন্তু, আমার বাড়ি অন্য শহরে হওয়ায় এই সম্পর্ক ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। আমি যখন চলে যাবো মেয়েটা তখন কষ্ট পাবে। তাই আমার মনে হয় এখানে থাকা অবস্থায় আমাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করা উচিত। কিন্তু আমার কাছে বিষয়টি খুবই কষ্টদায়ক লাগছে। আবার মনে হচ্ছে যেমন চলছে তেমনই থাকুক। একদিন কিছু না বলে চলে যাবো। এমন পরিস্থিতিতে আমি কি করবো?*

উত্তর: তোমার বিবরণ শুনে মনে হচ্ছে- এটি তোমার ভাবনা। তোমার বন্ধুটির ভাবনা এখানে লেখনি বা উলেখ করোনি, হয়তো বা জানো ও না। প্রথমত ; নিজেকে প্রশ্ন করো- এটা কি শুধু তোমার ই ভাবনা নাকি সে ও এরকম ভাবে। যে কোন সম্পর্কের পরিণতি তে চাই খোলামেলা আলোচনা। তোমার এই যে অনুভূতি, ভালোলাগা, বন্ধুত্ব, তোমার দূরে চলে যাওয়া, দূরত্ব তৈরী করা, তার কষ্ট, তোমার কষ্ট- এসবগুলো নিয়েই তোমরা বাস্তবধর্মী আলোচনা করতে পারো। দুইজন মিলে সিদ্ধান্ত নিলে তোমার এত "কষ্ট" না ও লাগতে পারে। তোমাদের প্রতি রইলো শুভ কামনা।

৪. *আমার বয়স ৩৭ বছর। সমস্যা হলো, আমি খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি। যে কাজটা করব, সেটা নিয়ে খুব চিন্তায় থাকি। করব কি করব না, যাব কি যাব না ইত্যাদি চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। কী করলে আমি আমার লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারব?*

উত্তর: দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগা বা কনফিউশন এ থাকা নিঃসন্দেহে একটা সমস্যা, অনেকে এটাকে বাড়িয়ে "রোগ" এ আখ্যা দিতেও ভুলবেনা। তোমার নিজের "ভাবনা",আমি বলবো "পজিটিভ" ভাবনা তোমাকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে। প্রথমত; যেকোন কাজে ভালো,মন্দ থাকতেই পারে, সফলতা-ব্যর্থতা থাকতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক। সফল হতে সবাই চায়, ব্যর্থ হতে কেউই চায়না। সফল হতে হলে প্রস্তুতি দরকার। এ প্রস্তুতি যে কোন কাজের সফলতা এনে দিতে পারে। সফলতা যেমন "উদযাপন" বা "সেলিব্রেট" করবে, ঠিক একইভাবে ব্যর্থ হলেই বারংবার ব্যর্থ হবে এমন নয়। কেন তুমি ব্যর্থ হলে তা বিশেষণ করে "ভুল" গুলো শুধরিয়ে আবার চেষ্টা কর, অবশ্যই পরেরবার তুমি সফলকাম হবে। কাজেই মানসিক দৃঢ়তাই তোমাকে এ কনফিউসড অবস্থা থেকে বের করে আনতে পারবে।

তোমার ভুল থেকে যদি শিক্ষা নিতে পারো, সফলতা তোমার জন্যে দূরে না। তোমার কনফিউশন পালিয়ে যাবে। কনফিডেন্স সদা তোমার সাথী হবে। Try it. মনে রাখবে- 'FAIL' means First Attempt in Learning.

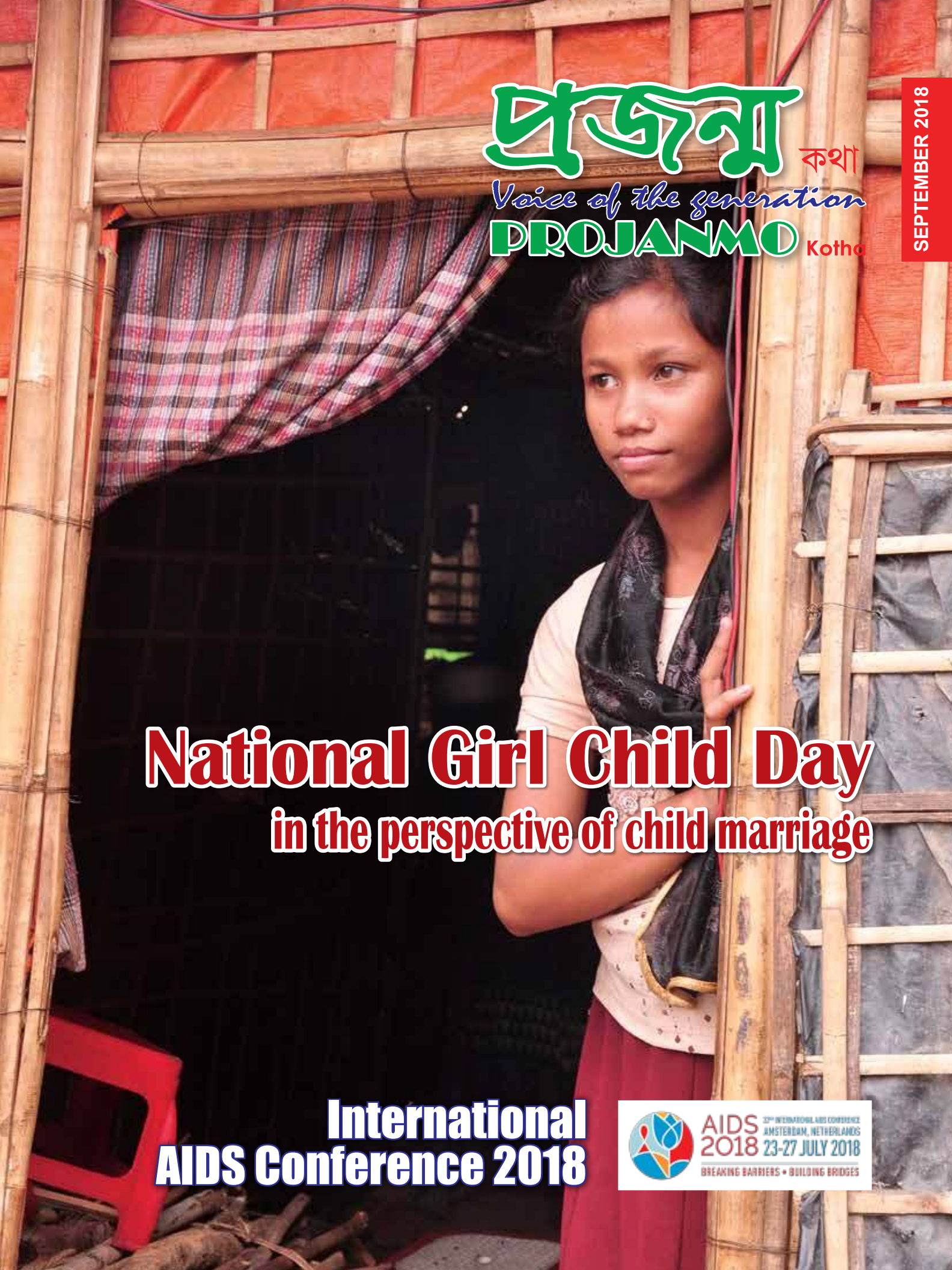

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha
SEPTEMBER 2018

National Girl Child Day

in the perspective of child marriage

International AIDS Conference 2018

AIDS 2018
AMSTERDAM, NETHERLANDS
23-27 JULY 2018
BREAKING BARRIERS • BUILDING BRIDGES

Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka

Gazipur Complex

POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-midea projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

Hall rent

: Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
: Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
: Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

Accommodation

: Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
: Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

Food Charge

: Tk. 300/- - 400/- per day per meal

Multimedia

: Tk. 1500/- per day

pstc
working for population & development
POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC
Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduain, Kaultia, Gazipur Sadar, Gazipur
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: pstc@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

প্রজন্ম কথা
Voice of the generation
PROJANMO Kotha

Editor
Dr. Noor Mohammad

Publication Associate
Saba Tini

Contents

PAGE 2
National Girl Child Day in the perspective of child marriage

PAGE 5
International AIDS Conference 2018

PAGE 11
PSTC observed the National Mourning Day

PAGE 13
SANGJOG in the 22nd International AIDS Conference

PAGE 15
World Breastfeeding Week 2018 Observed

PAGE 15
Youth Corner

EDITORIAL

In the recent years, due to many government initiatives the rates of enrolment of girl children in the primary schools have increased. But has the discrimination removed? Many girls still cannot enter colleges or universities for poverty, gender discrimination and early marriages. Girls' school drop out rate is comparatively higher. Bangladeshi girls score lower than boys in education, their enrolments of higher education rate are low too. They remain backward in terms of skill development, confidence level and participation in work place.

In Bangladesh, 45 percent of the total population consists of children below the age of 18, of whom 48 percent are girls. Girls in Bangladesh face some of the most severe discrimination in the world since birth, hampering their physical and psychological development. In this context, Indian Poet Paoni Mathur could be mentioned from a line of his poetry- 'She was the keeper of the house, but the house was not her keeper.' She faces physically abuses aside from discriminations. They have no safety anywhere, in educational institutions, public transports, roads even their families everywhere they are victims of persecution.

At present, it has become a challenge to stop sexual harassment towards girl children and ensure a safe environment for them. Improving the situation requires a mass awareness. For that reason Girl Child Day is observed nationally every year on 30 September. Not just observing the day could improve this situation it requires a profound change in social attitudes towards girls. We all need to understand that girls are not only future mothers but they are also a great asset of the nation.

AIDS is another silent killer like cancer. In 2017 there were about 1.8 million people worldwide living with HIV. In Eastern Europe and Central Asia and the North-African the spreads of HIV regions were epidemics. Nearly 1 million people still die of HIV annually. Young people are at most risk of AIDS. The International AIDS Conference is the largest gathering on HIV and AIDS in the world. Recently in Amsterdam The Netherlands 22nd International AIDS Conference was held during 23-27 July 2018 This AIDS Conference aimed to aware vulnerable communities- including people living with HIV, displaced populations, men who have sex with men, people in closed settings, people who use drugs, sex workers, transgender people, women and girls and young people--and collaborate in fighting the disease beyond country borders.

Bangladesh is also at risk of AIDS like other countries. In 2017 there were 865 AIDS patients in Bangladesh. However, various types of government and private initiatives decreased the risk. Recently many Rohinga have come from Miyanamr to Bangladesh and AIDS has been diagnosed among them. Now the government is worried about whether Bangladesh is becoming more vulnerable again! In the conference of Amsterdam many Bangladeshi professionals joined the conference. PSTC presented a paper in this conference on its work in the area of HIV/AIDS which attached many professionals around the world. The conference ended with a hope that if we take initiative at our own position, be it individual, organizational, state, we can stop the epidemic and more towards combating AIDS. We are also hopeful, we can combat AIDS with everyone's joint effort.

Editor

Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf
Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).
House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.
Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: projanmo@pstc-bgd.org

This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG

National Girl Child Day in the perspective of child marriage

Masuma Billah

The National Girl Child Day. To observe the day; child marriage should be discussed seriously. Undoubtedly child marriage is one of the most critically discusse issue in the reality of Bangladesh. It is understood, we have been taking part in this discussion from national level for many days but progress is very low! When Bangladesh is gaining ground in all other social development indicators then why child marriage is still curse day after day, year after year; if the action does not take place seriously other indicators will probably stop.

Why child marriage?

Why a family is compelled to send their beloved child to in laws; house before her maturity? This question is now the question of research, this question is now the concern of government policy makers.

According to research, child marriage and women's social development will not possible go together. Research also claims that child marriage will endanger women's sexual health at risks for long term. It is understood, girl children are victims of child marriage. According to statistics, 59% of Bangladeshi women aged 20 to 24 years of age are married before they reach 18. 25% of the 15 to 19 years old female children are becoming the mother of the child.

The girl child must be educated. The government has taken initiatives. Now the government has been bearing the education cost of girl child. It has been found that the educated mothers are willing to marry late their daughter children. But somewhere there is a barrier, success is still not optimistic. According to research, poverty

is a big reason; the poor parents do not want to support their daughter children. Here is dissimilarity, wherever overall poverty has decreased, people are now more solvent than ever before, but child marriage is not decreasing at that pace. Religion says to marriage a `matured' girl with a respectable person, in many cases this `matured' word has been explained in different way.

In many discussions, studies, informal conversions which words have echoed repeatedly that is security of girl child and it is the intrinsic reason of child marriage. The state is committed to ensure the security of the girl child; the family also tried its best. But why the society fails to solve the problem again and again that has to be found out very carefully otherwise there will be no escape from child marriage. Here society stands trial; if the sociologists do not come forward to overcome this situation then the society will suffer in the long run. This suffering affects on every stratums of society like health, education, livelihood as a result everything will be lifeless. Legally the age of marriage for a girl in Bangladesh is 18 years. This law was made 80 years back. But why do so many marriages are happening by violating the law? Does the law dumb here? There has been created hollows in the 80 years old law, since the state has not yet been able to make birth registration in general, in this linitation it is so easy to fake their ages to evade the law. The country has progressed along with the advancement of economy, life has improved than before, and the Prime Minister said Bangladesh is on the highway of development, and the passengers of this highway are women. It is high time we need to think more about women. In the society where is the position for the women that has to be learned from the family. You should be taught self respect to your daughter as well as your son may get proper lesson to respect a women. If we assure a safe society, surety of going to school without fear, freedom of growing in her will, freedom of dreaming for her, they will bring a good time for you, your family and your country. Give them the opportunity, otherwise `now time for Bangladesh' this dream will never be fulfilled. Let's see what were the theme of National Girl Child Day in the last years;

- 2009 - `Girl children will grow up in safe and pleasant environment';

- 2011 - `Education of science, information technology will ensure the progress of girl child';
- 2012 - `Promotion of girl child : prosperity in Bangladesh;
- 2013 - 'Girls are not Brides, they conquer the world';
- 2014 - `Ensure education-nutrition, stop child marriage';
- 2015 - `Safe Environments for the Girl Child Enhances the Future of Bangladesh';
- 2016 - `Let us stop child marriage and build a prosperous country';
- 2017 - 'Rise of girl children will bring progress for country'.
- 2018 - 'A girl is a flower not a thorn...'.

This is to be mentioned Bangladesh observes National Girl Child Day every year on 30 September while International Day of Girls is an international observance day declared by the United Nations and observed on 11 October. These observation supports more opportunity for girls and increases awareness of gender inequality faced by girls based on their gender. This inequality includes areas such as access to education, nutrition, legal rights, medical care and protection from discrimination, violence against girls and unfree child marriage. So through observing these days, we need to help developing our girls as resources of the nation.

The writer is a Program officer of Population Council. She could be reched at mbillah@popcouncil.org

International AIDS Conference 2018

Dr. Md. Mahbubul Alam
Dr. Noor Mohammad

The 22nd International AIDS Conference (AIDS 2018) held in Amsterdam, the Netherlands during 23-27 July 2018. This has been an historic week in the global AIDS response. More than 16,000 researchers, advocates, policy makers, funders and community leaders from more than 160 countries came together in Amsterdam to make the 22nd International AIDS Conference (AIDS 2018) a key milestone on the road to a world without HIV.

Background of International AIDS Conference

The International AIDS Conference is the largest gathering on the issue of HIV and AIDS in the world. First convened during the peak of the AIDS epidemic in 1985, it continues to provide a unique forum for the intersection of science, advocacy, and human rights.

The International AIDS Society

(IAS) organizes the world's two most prestigious HIV conferences (International AIDS Conference and IAS conference on HIV Science), each convened biennially in alternating years.

The International AIDS Conference (started in 1985 in Atlanta, Georgia, USA and were held annually until 1994 when they became biennial. The most recent conference, the twenty-second

Below is the list of International AIDS Conferences with their venue and theme:

International AIDS Conferences

№	Year	Location	Theme
I	1985	Atlanta, United States	(no theme)
II	1986	Paris, France	(no theme)
III	1987	Washington, D.C., United States	(no theme)
IV	1988	Stockholm, Sweden	(no theme)
V	1989	Montreal, Canada	The Scientific and Social Challenge of AIDS
VI	1990	San Francisco, United States	AIDS in the Nineties: From Science to Policy
VII	1991	Florence, Italy	Science Challenging AIDS
VIII	1992	Amsterdam, Netherlands	A World United Against AIDS
IX	1993	Berlin, Germany	(no theme)
X	1994	Yokohama, Japan	The Global Challenge of AIDS: Together for the future
XI	1996	Vancouver, Canada	One World One Hope
XII	1998	Geneva, Switzerland	Bridging the Gap
XIII	2000	Durban, South Africa	Breaking the Silence
XIV	2002	Barcelona, Spain	Knowledge and Commitment for Action
XV	2004	Bangkok, Thailand	Access for All
XVI	2006	Toronto, Canada	Time to Deliver
XVII	2008	Mexico City, Mexico	Universal Action Now
XVIII	2010	Vienna, Austria	Rights Here, Right Now
XIX	2012	Washington, D.C., United States	Turning the Tide Together
XX	2014	Melbourne, Australia	Stepping up the Pace
XXI	2016	Durban, South Africa	Access Equity Rights Now
XXII	2018	Amsterdam, Netherlands	Breaking Barriers, Building Bridges
XXIII	2020	San Francisco and Oakland, United States	Yet to decide

Source: 22nd International AIDS Conference (AIDS 2018) in Amsterdam

conference held in Amsterdam was during 23-27 July 2018.

The theme of AIDS 2018 was "Breaking Barriers, Building Bridges", drawing attention to the need of rights-based approaches to more effectively reach key populations, including in Eastern Europe and Central Asia and the North-African/Middle Eastern regions where epidemics are growing.

AIDS 2018 aims to promote human rights based and evidence-informed HIV responses that are tailored to the needs of particularly vulnerable communities - including people living with HIV, displaced populations, men who have sex with men, people in closed settings, people who use drugs, sex workers, transgender people, women and girls and young people--and collaborate in fighting the disease beyond country borders.

Over the historic week (23-27 July 2018) of 22nd International AIDS Conference 2018 in Amsterdam, participants from different countries with diversified background contributed to the conference programme that included nearly 3,000 abstracts presented from more than 100 countries, along with dozens of satellite sessions, pre-conference programmes, demonstrations, performances and community meetings.

AIDS 2018 Highlights

Where are the young people? Here!

Young people have the most at stake in ending this epidemic, and the presence, participation and leadership of young people was evident throughout conference AIDS 2018. Youth and junior investigators made up more than

one-third of the submissions presented at the conference, and their work garnered attention in every conference track.

The AIDS 2018 Global Village featured the largest dedicated youth space of any International AIDS Conference – providing a critically important space for young people from around the world to network, collaborate and showcase their achievements. Dozens of youth-focused programmes and events put young people and their experiences front and centre. Among these were sessions

calling for a "youth quake" in HIV prevention and treatment, addressing innovative strategies to overcome barriers to access for young people and sharing strategies to amplify meaningful youth leadership for the HIV response.

Prevention, prevention, prevention

An ounce of prevention equals a pound of cure, the parable says, and speaker after speaker echoed that sentiment at AIDS

2018. The prevention revolution was the subject of the opening scientific press conference, as well as dozens of sessions that looked not only at basic and clinical research, but also at studies with real-world implications for implementation and practice. Among these were studies supporting the use of on-demand Pre-exposure prophylaxis (PrEP), important data from the iFACT study on interactions between PrEP and feminizing hormone therapy and research on new digital technology to improve adherence measurement and patient support. Also on the prevention agenda was data from the APPROACH vaccine trial and extended results from the PARTNER 2 study in MSM couples that added still more evidence that when it comes to HIV, U=U (undetectable=untransmittable).

At the same time, with an estimated 1.8 million new HIV infections in 2017, there was widespread agreement at AIDS 2018 that the current pace of scale up for proven prevention initiatives is far too slow to reach future targets and must be increased rapidly to make lasting gains against the epidemic.

Look east ... and act!

While the AIDS 2018, host city continues to improve its strong HIV response to meet the UNAIDS 90-90-90 targets for HIV diagnosis, treatment and viral suppression, a day's drive from the conference headquarters, in Eastern Europe and Central Asia, the EECA region, the annual number of new HIV infections has doubled in recent years.

Stigma and discrimination are major drivers of the epidemic in the region, where one-third of new HIV infections are among

people who inject drugs. AIDS 2018 provided a high-profile platform for researchers and advocates from the region addressing innovation around HIV and substance use, advances in harm reduction and drug policy and the human rights of people from key populations.

HIV criminalization is a growing concern in the EECA region, as well as in other parts of the world where legal systems criminalize HIV non-disclosure, exposure or transmission, even in cases in which there is no possibility of HIV transmission. An Expert Consensus Statement by 20 leading HIV scientists and an accompanying editorial published this week in the Journal of the International AIDS Society (JIAS) systematically and scientifically refuted the rationale for these laws, and gave advocates and experts a new tool against the stigma and injustice of HIV criminalization.

Money, money, money

Funding is essential to the AIDS response, and new data released at AIDS 2018 reveal a significant US$6 billion gap between what is available for the response and what is needed, now, to ensure global access to prevention, treatment and care.

After several years of flat funding, more than half of major donor governments decreased their HIV commitments in 2017, and no new significant commitments from international donors have been forthcoming. Treatment scale up has plateaued and is far short of what is needed to meet UNAIDS 2020 treatment goals. While domestic spending on HIV has risen significantly in recent years, it is not nearly enough to make up for gaps in donor funding.

With nearly 1 million people still dying of HIV annually, advocates warn that if the funding gap is not closed quickly, the shortfall could lead to millions of unnecessary HIV infections and deaths.

It's not just HIV

AIDS 2018, put a spotlight on the need to address the comprehensive health and well-being needs of people affected by HIV – from the Generation Now pre-conference on HIV and sexual and reproductive health and rights to calls to integrate care and treatment of HIV and TB, the #1 killer of people with HIV. Throughout the conference, reports on programmes that integrate HIV diagnosis and treatment with care for hepatitis, STIs, hypertension, diabetes and other health concerns showed that these initiatives deliver better, more effective and more cost-effective care than programmes that look at single health issues in isolation.

As WHO Director-General

Tedros Ghebreyesus reminded us at the conference opening session, "We have not truly helped a child if we treat her for HIV, but do not vaccinate her against measles. We have not truly helped a gay man if we give him PrEP but leave his depression untreated. We have not truly helped a sex worker if we give her STI screening but not cancer screening. Universal

health coverage means ensuring all people have access to all the services they need, for all diseases and conditions".

Conclusions

Each of the International AIDS conference is an opportunity to strengthen policies and programmes that ensure an evidence-based response to the epidemic. The conference also serves as a focal point to intensify political and financial commitments to AIDS.

The 22nd International AIDS Conference successfully convened the world's experts to advance knowledge about HIV, present new research findings, and promote and enhance global scientific and community collaborations in synergy with other health and development sectors.

The AIDS 2018 promoted human rights based and evidence-informed HIV responses that are tailored to the needs of particularly vulnerable communities, including people living with HIV, displaced populations, men who have sex with men, people in closed settings, people who use drugs, sex workers, transgender people, women and girls and young people.

It also activated and galvanized political commitment and accountability among governments, donors, private sector and civil society for an inclusive, sustainable and adequately financed, multi-sectoral, integrated response to HIV and associated coinfections and comorbidities.

The AIDS 2018 addressed gaps in and highlight the critical role of HIV prevention, in particular among young people in all their diversity and its integration in a range of health care settings.

Overall the 22nd AIDS Conference spotlight the state of the epidemic and the HIV response in Eastern Europe and Central Asia with a focus on investments, structural determinants and services.

The writers are
senior officials of PSTC.
They could be reached at
mahbubul.a@ pstc-bgd.org
noor.m@pstc-bgd.org

PSTC observed the National Mourning Day

On 15 August 1975 Bangabondhu Sheikh Mujibur Rahman was killed by the conspirators along with his family. After his killing, the people of the Bangladesh observe this day as national mourning day every year to pay tribute to the father of the nation & his family.

PSTC organized a discussion session at the Community Paramedic Training Institute (CPTI) at Aftab Nagar at 11am on 15 August to mark the mourning day. The discussion was chaired by PSTC Executive Director Dr Noor Mohammad. Also Dr. Mahbubul Alam Head of Programs of PSTC, Kaniz Gofrani Quraishy member of TMT, Sharmin & Rubana students of CPTI addressed the program. The program was conducted by TMT member Shiropa Kulsum. Besides them PSTC's employees

and students of CPTI also attended the discussion session.

The program started with one minute silent. At the program, the speakers discussed different parts of his life, political ideology, leadership, his self- sacrifice and his role in the achievement of Bangladesh.

Sharmin a student of CPTI stated that, ``Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was born on 17 March in 1920 at Tungipara, Gopalganj. He had leadership qualities from his childhood. His leadership has dreamed of independence of Bengali nation and inspired to achieve independence."

"We protested against the torture, exploitation and oppression of the pakistani rulers under the leadership of Bangabandhu. His philosophy is an example for us," stated Rubina a student of CPTI.

Kaniz Gofrani Quraishy recited the poem-'Aj ami karo rokto chayte ashi ni' in the program; which was written by Nirmolendu Goon. She stated that, `Bengali history is the history of struggle. Titumir, Shurjo Sen & Moulana Vashani were in the retrout of anti-British movement. They have protested throughout their lives against the foreign occupiers. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the successor of them. If we want to know about Bangabandhu, first of all we have to know about our history. From the language movement of '52 to the movement of independence everything about our history we need to know."

Head of programs of PSTC Dr. Mahbubul Alam stated that, "Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was the great leader and the architect of our independence. He called the independence of Bangladesh on 7 March in 1971. Hearing his call, Bengali people joined the war. In 1966 he proposed the historical 6 point demands of Bangla. One of his associates was Commander Abdur Rouf (rtd) who was the founder of PSTC. PSTC has been working for the poor and underprivileged people to improve their livelihood."

Executive director of PSTC Dr. Noor Mohammad stated that, `` Architect is the person who designs the structure of a house. Bangabandhu is called the architect of independence because he made the plan of our country. Our country was born for his multi-dimensional qualifications of leadership, uncompromising attitude, and political vision. For these reasons he is called the Father of the Nation. Everyone cannot be the leader. Someone can become the leader for his/hir leadership qualities. His height, his strong voice, his special ability to make people his own, to make people hopeful, uncompromising attitude, self-sacrifice all of his qualities are ideal for us. His friend Fidel Castro remarked, `I have not seen the Himalayas, but I have seen Bangabandhu. He was truly great and high like the Himalays. Unfortunately we lost him in 1975."

PSTC observed the National Mourning Day by providing health services from their clinics and arranging duscussion session in their offices all over Bangladesh.

Kaniz Gofrani Quraishy

SANGJOG in the 22nd International AIDS Conference

The 22nd International AIDS Conference (AIDS 2018) held in Amsterdam, the Netherlands during 23-27 July 2018 with the aims to promote human rights based and evidence-informed HIV responses that are tailored to the needs of particularly vulnerable communities and collaborate in fighting the disease beyond country borders.

SANGJOG of PSTC had a poster presentation in the conference. The poster highlighted the HIV risk among vulnerable young key people in Cox's Bazar and the emerging threat in the

perspective of Rohingya influx in Bangladesh.

The presentation attracted many international public health experts. They showed their interest in comprehensive intervention targeting the Rohingya and Bangladeshi people living in Ukhia and Teknaf to prevent new HIV infections and quick surveillance to track the concentration and appropriate preventive measure.

Dr. Noor Mohammad, ED PSTC and Dr. Md. Mahbubul Alam, Team Leader of SANGJOG project participated and presented the paper in the conference.

World Breastfeeding Week 2018 Observed

World Breastfeeding Week was observed during the first week of August 2018. The theme of this year was "Breastfeeding is the healthiest foundation for a child." World Breastfeeding Week has been celebrated every year to encourage breastfeeding and improve the health of babies around the world.

The Ministry of Health and Family Welfare and Breastfeeding Foundation of Bangladesh jointly arranged an inaugural ceremony on 01 August 2018 at 12pm at Krishibid Institution Auditorium. Health Minister Mohammad Nasim graced the occasion as the chief guest. Md. Sirazul Haque Khan, Secretary of the Ministry of Health and Family Welfare was present as chair and Mr. Zahid Malek, MP, Honorable State Minister, Ministry of Health and Family Welfare was present as special guest.

It venerates the Innocent Declaration signed in August 1990 by government policymakers, WHO, UNICEF and other organizations to protect, promote and support breastfeeding.

Being an active partner of BBF, PSTC also had several activities on this occasion to observe Breastfeeding Week 2018.

Saba Tini

Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through which is also known as 'teenage'. This teenage is basically from 13-19 yers of age. Sometimes it is called adolescent period which is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions as well as questions related to sex, sexuality and sexual organs in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and we have a pool of experts to answer.

youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *I have been married for 4 years and living with my husband and his family. Since I have a mother-in-law in the house, she creates issues on every silly matters and passes comments on everything. This pandemonium makes me sick mentally. What is the way out?*

Ans. The problem you have described in the problem of age. Mother thinks that her beloved son is being separated from her after his marriage. One kind of insecurity and malevolence affect her. As a result, any conduct of daughter-in-law seems very annoying to her. One the other hand, the daughter in law who came from other family to a new family not becomes able to consider `The Mother' of her husband as her own mother. If her own mother could have told to her same words she might not count that anything important but that becomes a big issue to her, if mother-in-law told so. All these are the matters of two women's attitudes from two different perspectives. In this regard, the son or the husband might play a crucial role. When he will present his wife to his mother will present positively and at the same time when he will present his mother to his wife will present positively and with respect. Respect towards each other increases love between them. Only love and respect will help you getting rid of from this situation.

2. *I am a 20-year-old young man. Currently I am a University student. I have been carrying a problem since my childhood. That's my shyness. This is such an embarrassment that's leaving me backward mentally. I often get unmindful during friends chit-chat. Most of the times I get confused while talking. Mostly I am sitting ideal and alone and in deep thinking. I use to meet many people socially. But sometimes I cannot speak with known people simply. We can deal smartly with many new people. Many times I see that I have overcome this problem. But after a few days again, this inferiority comes back to me. The mood is irritable during these times. I am a godly, modern and practical thinker. But when I see these things in me, I feel frustrated. I can think of good things, I say, confuse all the words. The problem in my student life is making it difficult. I would have benefited greatly if I get some suggestions for me.*

Ans. Twenty years is the growing age for a young. When I read your story and thought about your questions, it seemed to me- your `efforts' will give you courage and strength to come out of this situation. Your `positive thinking' is one of the tools to improve your situation. Which you have. Here are some tips for you. Try it; you must be able to overcome this situation.

- First of all, you have to think it's not a problem. It may happen whether anxieties come together. You should organize all your anxieties and work accordingly.
- You have to deal with this situation firmly. It is very normal if you ruin everything. Your efforts will improve your situation.

  If you do normal behavior with unknown then you also deal with acquainted. Be confident! You need only practice. In this case, if you had any wrong behavior with your acquainted then forget it! Be sure it does not happen again.
- Give up anxiety! Do other activities as usual or you can involve with sports, you may learn songs or hangout with your friends. (Do whatever, you like!) If you lead normal life everything will be fine.

3. *I am a postgraduate in National University. I was introduced with a girl when I read in second year. At one time our relationship became more than a friend. But I cannot carry this relationship because my house is in another town. When I leave, the girl will get hurt. So I think we should make a distance between us now. But it is very painful to me. Sometimes it seems to me let it be as it is. One day I will leave without saying anything. What should I do in this situation?*

Ans. Informed about your story it seemed to me- it is your thought. You did not write or mention about your friend's thought. At first ask yourself- is it only your thought or she also thinks so? The consequences of each relationship should depend on open discussion. Your feelings, affection, friendship, going away from her, making distances from her, her trouble, your trouble- these things you can discuss all in a practical way between you. If you decide together you may not get hurt so much.

4. *I am 37 years old. The problem is, I am hesitant about everything. I am always warried about my work which I will do. Do or don't, go or cannot go these thoughts make me anxious. What should I do to fix my goals?*

Ans. Undoubtedly hesitation or confusion is a problem, many people exaggerated it as a disease. Your own `thoughts', I say your positive thoughts can save you from this situation. Firstly; any work can be good, bad, and any work has success or failure, that is normal. Everyone wants to be successful, no one wants to fail. To be successful, you need to prepare yourself. This preparation can bring success to any work. And success shold be celebrated. At the same way you will not fail again and again. Why did you fail, analyze it, correct your mistakes then try it again, you must succeed later. So mental stability could help getting rid of this confused situation. If you can learn from your mistakes, success is not far away from you. Your confusion will be removed. Confidence will be your partner always try to remember 'FAIL' means First Attempt in Learning.